ধান চাষে আগাছানাশকের ব্যবহার

ফ্যাক্ট শীটঃ ধান চাষাবাদ পদ্ধতি

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আগাছা নাশকের প্রয়োজনীয়তা

ধানক্ষেতের আগাছা দমনে হাত নিড়ানি এবং জাপানী উইডার ব্যবহারে শ্রমিক বেশি লাগায় কেবল আমন মৌসুমে বিঘা প্রতি ১০০০ থেকে ১২০০ টাকা ব্যয় হয়। আগাছার উপদ্রব বেশী হলে খরচ আরও বেড়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে আগাছানাশক ব্যবহার করে চাষি ভাইয়েরা কম খরচে আগাছা দমন করতে পারেন। যেহেতু আগাছানাশক একটি রাসায়নিক পদার্থ, সেজন্য স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য প্রয়োগের সময় অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আগাছানাশক পরিচিতি

আগাছানাশক এক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য যা আগাছাকে মেরে ফেলে কিন্তু ফসলের কোন ক্ষতি হয় না। আউশ, আমন এবং বোরো ধান ক্ষেতে এটি ব্যবহার করা যায়।

আগাছানাশকের বোতল

আগাছানাশক ব্যবহার পদ্ধতি

১. বিভিন্ন ধরনের আগাছানাশকের প্রয়োগবিধিও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন-

তরল : রনস্টার, রিফিট, করস্টার, সুপারহিট ইত্যাদি স্প্রে মেশিনের সাহায্যে মাঠে স্প্রে করা যায়।

পাউডার : সেটঅফ, পরিষ্কার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে মেশিনের সাহায্যে মাঠে স্প্রে করা যায়।

দানাদার : ম্যাচেটি বা এইমক্লোর, সরাসরি জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করা যায়।

২. অঙ্কুরোদগমকালীন কার্যকরী আগাছানাশক লাগানোর ৩ থেকে ৫ দিনের মধ্যে এবং অঙ্কুরোদগমের পরে কার্যকরী আগাছানাশক ১০-১৫ দিনের মধ্যে জমিতে ২- ৩ সেন্টিমিটার পানি থাকা অবস্থায় প্রয়োগ করতে হবে।

৩. সরাসরি বা ড্রামসীডার দিয়ে বপনকৃত জমিতে আগাছানাশক ব্যবহারের সময় এবং প্রয়োগের পরে জমিতে পানি বা কাদাময় অবস্থা ৫-৭ দিন থাকা আবশ্যক। রিফিট, ম্যাচেটি, এইমক্লোর এবং সানরাইস ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া যায়। অঙ্কুরোদগমকালীন কার্যকরী আগাছানাশক লাগানোর ৩-৫ দিনের মধ্যে এবং অঙ্কুরোদগমের পরে কার্যকরী আগাছানাশক ১০-১৫ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। আগাছা ভালভাবে নিয়ন্ত্রণে ৩০-৩৫ দিন পর একবার হাত নিড়ানি দিতে হবে।

আগাছানাশক প্রয়োগ

আগাছানাশক ব্যবহারের উপকার

- হাত বা হস্তচালিত নিড়ানি যন্ত্র দ্বারা আগাছা দমন করা কঠিন এবং এতে অনেক লোকবল এবং অনেক সময়ের দরকার।
- শ্রমিক দিয়ে আগাছা দমনের চেয়ে আগাছানাশক ব্যবহার করে আগাছা দমন করলে খরচ অনেক কম হয়। শ্রমিক দিয়ে আগাছা দমন করলে প্রতি বিঘায় আগাছা দমনের জন্য ১০০০ টাকা থেকে ১২০০ টাকা প্রয়োজন। একই পরিমাণ জমিতে আগাছানাশক দিয়ে আগাছা দমন করলে ৩০০ টাকা হতে ৪০০ টাকার প্রয়োজন হয়।
- আমন মৌসুমে আগাছানাশক ভারি বৃষ্টিপাতের সময় ব্যবহার না করাই ভাল। এক্ষেত্রে আগাছানাশক ধুয়ে গিয়ে তার কার্যকারিতা কমে যেতে পারে।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd

ধান চাষে আগাছানাশকের ব্যবহার (চলমান)

ফ্যাক্ট শীটঃ ধান চাষাবাদ পদ্ধতি

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত কিছু আগাছানাশকের নাম ও মাত্রা :

আগাছানাশকের নাম	মাত্রা
• রনস্টার ২৫ ইসি	২৭০ মিলি/বিঘা
• সেটঅফ ২০ ডব্লিও জি	১৩.৩৩ গ্রাম/বিঘা
• অ্যারোজিন	১৮০মিলি/বিঘা
• ম্যাচেটি ৫জি	৩.৩ কেজি/বিঘা
• আরগোল্ড ১০ ইসি	১০০ মিলি/বিঘা
• এইমক্লোর ৫জি	৩.৩ কেজি/বিঘা
• রিফিট ৫০০ ইসি	১৩৩ মিলি/বিঘা
• বুটাক্লোর ৫জি	৩.৩ কেজি/বিঘা
• সিরিয়াস ১০ ডব্লিও পি	১৩.৩৩ গ্রাম/বিঘা
• ভেচেটি ৫জি	৩.৩ কেজি/বিঘা
• করস্টার ২৫ ইসি	২৭০ মিলি/বিঘা
• সুপারহিট ৫০০ ইসি	১৩০ মিলি/বিঘা
• এমকোস্টার ২৫ ইসি	২৭০ মিলি/বিঘা
•• সানরাইজ ১৫০ ডব্লিওজি	১৩.৩৩ গ্রাম/বিঘা
•• এম.সি.পি.এ ৫০০ ইসি	১৩০ মিলি/বিঘা

• আগাছা অঙ্কুরোদগেম সময় কার্যকর
•• আগাছা অঙ্কুরোদগমের পর কার্যকর

ব্যবহারের আগে আগাছানাশকের বোতল বা প্যাকেটের গায়ে লিখিত নির্দেশাবলী পড়া প্রয়োজন

দানাদার আগাছানাশক

পরিবেশের উপর আগাছানাশকের প্রভাব

- আগাছানাশক জমিতে ব্যবহারের পর মাটির অনুজীবের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে নির্দোষ বস্তুতে পরিণত হয়। ফলে মাটির তেমন কোন ক্ষতি হয় না।
- বাংলাদেশে যে সব আগাছানাশক বিক্রি হয় সেগুলো পরীক্ষা করা হয়েছে এবং দেখা গেছে, সেগুলো পরিবেশের জন্য নিরাপদ। সরকার এভাবে শুধু পরীক্ষিত আগাছানাশকই বিক্রির জন্য অনুমোদন দিয়ে থাকে।

একই আগাছানাশক বার বার ব্যবহার করা উচিত নয়

প্রতি মৌসুমে আগাছানাশক পরিবর্তন করলে ভাল। কারণ প্রতি মৌসুমে একই রকম আগাছানাশক জমিতে ব্যবহার করলে কিছু আগাছা ওই আগাছানাশক প্রতিরোধী হতে পারে। ফলে আগাছানাশক দিয়ে প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন আগাছা দমন সম্ভব হবে না। এ অবস্থা থেকে রেহাই পেতে প্রতি মৌসুমে আগাছানাশক পরিবর্তন করে ব্যবহার করলে ভাল হয়।

সতর্কতা

- আগাছানাশক শিশুদের নাগালের বাইরে রাখা উচিত এবং খাদ্য হতে দূরে সংরক্ষণ করা উচিত।
- আগাছানাশক বোতল হতে স্প্রেয়ারে ঢালার সময় যাতে চামড়ায় ছিটকে না পড়ে সেজন্য হাতে প্লাস্টিকের ব্যাগ দিয়ে মুড়িয়ে নেয়া উচিত।
- আগাছানাশক স্প্রে করা বা ছিটানোর সময় ফুল হাতা জামা ব্যবহার করা উচিত যাতে আগাছানাশক শরীরে না পড়ে।
- স্প্রে করার পর খাওয়া অথবা ধূমপানের আগে হাত ভাল করে ধোয়া উচিত।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd